بسم الله الرحمن الرحيم

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা
২৭ বৈশাখ ১৪৩৩, ১০ মে ২০২৬

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ পুলিশ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল বাংলাদেশ পুলিশ। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে যে সকল বীর পুলিশ সদস্য দেশ ও জনগণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই ও রুহের মাগফিরাত কামনা করি।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, মানুষের জানমালের সুরক্ষা ও অপরাধ দমনে পুলিশ বাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। পুলিশ বাহিনীর সততা, নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব ও শৃঙ্খলার ওপর একটি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, সুশাসন ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অনেকাংশে নির্ভর করে। বিভিন্ন জাতীয় আয়োজন ও ক্রান্তিকালীন সময়েও পুলিশ বাহিনীর নৈর্ব্যক্তিক, পেশাদার ও জনবান্ধব ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি আয়োজিত ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনে বাংলাদেশ পুলিশ সততা ও দক্ষতার সাথে ভূমিকা পালন করেছে। এ জন্য পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে অপরাধের ধরন দিন দিন জটিল ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠছে। সাইবার স্পেস, এআই ও ডিপফেক ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তি-মিথ্যাচার, চরিত্রহনন, জনবিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, আর্থিক প্রতারণা, জঙ্গিবাদ, মাদকদ্রব্য পাচার, মানব পাচারসহ নানা অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশ সদস্যদের এআই, ডেটা অ্যানালিটিক্স, সিসিটিভি নজরদারি, ডিজিটাল ফরেনসিকস-সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। বাহিনীর ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রাখতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি পুলিশিং জোরদারকরণ, সেবামুখী মনোভাব গড়ে তোলা এবং মানবাধিকার সমুন্নত রাখার মাধ্যমে পুলিশ-জনগণের সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করতে হবে। সরকার পুলিশ বাহিনীর যথাযথ মানোন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে একে সেবামূলক ও জনবান্ধব করে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি আশা করি, বাহিনীর সদস্যরা নিজেদের জ্ঞান, পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেদের নতুন বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের আস্থা ও সহযোগিতা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মূল ভিত্তি। আমি আশা করি, বাংলাদেশ পুলিশ আরো মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক, সহানুভূতিশীল ও দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে নিজেদেরকে একটি আস্থাশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে এবং আইনের শাসন সুসংহত করতে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা ও বাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

বাণী

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

''পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উদযাপন'' বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি পুলিশের প্রতিটি সদস্যের কর্তব্যনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও পেশাদারিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপলক্ষ্য। এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে এবং তাদের পরিবারবর্গকে জানাই অভিনন্দন। একই সাথে দেশবাসীকেও জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা, যাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য ও কর্তব্য।

বাংলাদেশ পুলিশ মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, প্রগতি–এ আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ দমন, মাদক নিয়ন্ত্রণ, জুয়া, অনলাইন, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ এবং সড়কে শৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা প্রতিনিয়ত দক্ষতা ও সক্ষমতার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিতে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ পুলিশের নিরবচ্ছিন্ন পেশাদারিত্ব, সাহস এবং নিষ্ঠার প্রতি আমরা স্বীকৃতি জানাই।

বর্তমান সরকার একটি আধুনিক ও জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। পুলিশ সদস্যদের কল্যাণ এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়নে সরকার ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রতিটি পুলিশ সদস্যকে পেশাদারিত্বের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মানুষের নিকট সেবা ও আস্থার প্রতীক হয়ে উঠতে হবে; ভুক্তভোগীকে তার প্রাপ্য আইনি সেবা পেতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে হবে। প্রকৃত অপরাধীকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে; কোনো নিরপরাধ মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয়–সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে।

ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থনে নির্বাচিত সরকারের ভিশন ''সবার আগে বাংলাদেশ'' বাস্তবায়নে এবং জনগণের অধিকার, গণতন্ত্র এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলাদেশ পুলিশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। নতুন বাংলাদেশে সকল নাগরিকের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ পুলিশকে হতে হবে জনগণের আস্থা ও ভরসাস্থল। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেশ গড়ার নবচেতনাকে ধারণ করে একটি নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আমি বাংলাদেশ পুলিশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬'-এর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

সালাহউদ্দিন আহমদ, এমপি

> ইতিহাসের নানা বাঁকে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ পুলিশকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। প্রতিবারই সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে পুলিশ জনগণের আস্থার প্রতীক হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। বর্তমান বাস্তবতাও বাংলাদেশ পুলিশের জন্য তেমনই এক আস্থা পুনর্গঠনের সময়।

আমার পুলিশ, আমার দেশ সবার আগে বাংলাদেশ

শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা পুলিশের প্রধান কাজ। এই অর্থে পুলিশ 'শান্তিরক্ষক'; দেশ, অঞ্চল, সমাজ নির্বিশেষে যা অভিন্ন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শান্তি এবং স্থিতি তথা নিরাপত্তার বাতাবরণ নিশ্চিত করার গুরুভার বাংলাদেশ পুলিশের ওপর। এই দায়ভার তারা পালন করে আসছে সাফল্যের সাথে–দেশপ্রেমকে সর্বাগ্রে রেখে। এবারের পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬-এর প্রতিপাদ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে সেই মন্ত্রকে ধারণ করে–'আমার পুলিশ, আমার দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ'। এটা কেবল স্লোগান নয়; দেশপ্রেম ও সেবার এক অনন্য অঙ্গীকার।

বাংলাদেশ পুলিশের দেশপ্রেমের শিকড় অনেক গভীরে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল পুলিশ। মাতৃভূমির জন্য তাঁদের সেই আত্মত্যাগ আজও প্রতিটি পুলিশ সদস্যকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার প্রেরণা জোগায়। দেশকে সবার আগে স্থান দিয়ে জীবনবাজি রেখে কাজ করে যান।

'পুলিশ হবে জনগণের বন্ধু'–এই প্রত্যয়কে ধারণ করেই 'বিট পুলিশিং' এবং 'কমিউনিটি পুলিশিং'-এর মাধ্যমে পুলিশ এখন মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা মহামারির মতো কঠিন সময়ে মানুষ যখন ঘরবন্দি থাকে, তখন পুলিশ সদস্যরা রাজপথে থেকে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। নিকট অতীতে করোনাকালীন সময়ে পুলিশের মানবিক যে ভূমিকা তা প্রমাণ করে দেশ ও মানুষের প্রয়োজনে তাঁরা সবসময় নিবেদিত।

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার মধ্য দিয়ে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য সচল রাখার কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে বাংলাদেশ পুলিশ। মাদক নিয়ন্ত্রণ, জঙ্গিবাদ দমন, এবং সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় বাংলাদেশ পুলিশ আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত হয়ে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। দেশের স্বার্থকে সর্বাগ্রে রেখে একটি অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করছে তাঁরা।

বিপুল জনসংখ্যার এই দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা বেশ চ্যালেঞ্জিং। ইতিহাসের নানা বাঁকে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ পুলিশকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে। প্রতিবারই পুলিশ সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে জনগণের আস্থার প্রতীক হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। বর্তমান বাস্তবতাও বাংলাদেশ পুলিশের জন্য ঠিক তেমনই একটি আস্থা পুনর্গঠনের সময়। দীর্ঘ ১৭ বছরের রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যে থাকা পুলিশের সামনে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ এনে দিয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী গণতান্ত্রিক আবহ। তবে ভুলে গেলে চলবে না যে, এই নতুন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেশ ও জাতির এই নতুন পথচলার পেছনে বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকাই ছিল সামনের সারিতে। ২০২৬ সালের ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত একটি অংশগ্রহণমূলক ও বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের নিরাপত্তার মূল দায়িত্ব পালন করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। ফ্যাসিবাদী শাসন-পরবর্তী বাংলাদেশের নতুন গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার জন্য হয়তো এই নির্বাচনই সবচেয়ে বড় অর্জন। আর এই অর্জন শুধুই পুলিশ বাহিনীর নয়, বরং আমাদের দেশের সকল দেশপ্রেমিক মানুষের। কিন্তু গত এক বছরে পুলিশের সাফল্য শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আধুনিক পুলিশি ধারণা ও চর্চাগুলো আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে গত এক বছরে উন্নত হয়েছে পুলিশের সেবা, জবাবদিহিতা ও নাগরিক নিরাপত্তার দিকগুলো। নিচে বাংলাদেশে পুলিশের এমন কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো, যা বিগত বছরে বাংলাদেশ পুলিশের জনআস্থা পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেই সাথে প্রথাগত পুলিশি কার্যক্রমে এনেছে নতুনত্ব।

অভিযোগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা: নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতিকে আরো সহজতর করতে বাংলাদেশ পুলিশ সারা দেশে চালু করেছে অনলাইন জিডি সেবা। ২০২৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের সব থানার পাশাপাশি ২৪টি রেলওয়ে পুলিশ স্টেশনেও অনলাইন জিডিসেবা চালু হয়। এর ফলে হারানো জিনিসপত্র বা সংশ্লিষ্ট যেকোনো অভিযোগ জানাতে নাগরিকদের আর সবসময় থানায় যেতে হচ্ছে না। ঘরে বসেই অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা অ্যাপের মাধ্যমে জিডি করা যাচ্ছে, যা সেবাকে করেছে সহজ, নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক। আগে থানায় যাওয়া অনেকের কাছেই ছিল ব্যক্তিগত অস্বস্তি, সামাজিক চাপ বা হয়রানির। এসব কারণে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধ হলেও তা পুলিশের কাছে অভিযোগ হিসেবে জমা পড়ত না। ফলে পুলিশি পরিসংখ্যানে সৃষ্টি হতো তথ্যগত অসামঞ্জস্য। অনলাইন জিডি সুবিধা সেই সংকোচ এবং তথ্যগত অসামঞ্জস্যের ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়েছে। অভিযোগ জমা দেওয়ার পর তাৎক্ষণিক ডিজিটাল কপি ও সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থাকায় পুরো প্রক্রিয়াটি হয়েছে আরো স্বচ্ছ, দ্রুত ও নাগরিকবান্ধব।

অপরাধতথ্য প্রকাশে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসংযোগের অগ্রগতি: চারপাশে প্রতিদিন কত অপরাধ হচ্ছে, আর কী কী ধরনের অপরাধ হচ্ছে, অপরাধগুলো সংঘটনের স্থান কোথায়–এই সব প্রশ্নের উত্তর কোনো নাগরিক খুঁজতে চাইলে তার একমাত্র উপায় ছিল দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ওপর নির্ভর করা, যা সব ক্ষেত্রে অফিসিয়াল ডেটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এর ফলে প্রকৃত সংঘটিত অপরাধ ও সংবাদপত্রের প্রকাশিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে জনমনে তৈরি ধারণার মধ্যে কিছু অসংগতি লক্ষ করা যায়। অপরাধ তথ্যপ্রবাহের এই অসংগতিকে দূর করতে এবং তাতে স্বচ্ছতা আনতে ২০২৫ সাল থেকে বাংলাদেশ পুলিশ প্রকাশ করছে মাস-ভিত্তিক অপরাধ পরিসংখ্যান। এতে একদিকে নাগরিকেরা সঠিক তথ্য পেয়ে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারছেন। অন্যদিকে পুলিশের অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ কিংবা গবেষকদের কাজেও এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ অফিসিয়াল ডেটা ব্যবহার করে নির্দিষ্ট এলাকার অপরাধের ধরন বুঝে সেখানে কার্যকর অপরাধ প্রতিরোধ পরিকল্পনা তৈরি করা সহজ হবে। একই সাথে পুলিশের কার্যক্রম মূল্যায়নের সুযোগ বাড়বে এবং জবাবদিহিতার ভিত্তি আরো শক্তিশালী হবে।

সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনে লক্ষ্যভিত্তিক ও আইনসম্মত কৌশল: জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি পুলিশের ওপর হামলা চালায়, থানা লুটপাট করে এবং হেফাজত থেকে দাগি আসামিদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আর এসব লুটকৃত অস্ত্র দেশের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য হয়ে দাঁড়ায় বড় ধরনের হুমকি। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এই অস্ত্র উদ্ধারই হয়ে পড়ে পুলিশের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনেই বাংলাদেশ পুলিশ একটি সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত পদক্ষেপ নেয় "অপারেশন ডেভিল হান্ট"–এই অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে মাত্র অল্প কয়েক মাসেই আইনগতভাবে অধিকাংশ লুট হওয়া অস্ত্র ফেরত আনতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ পুলিশ। পুলিশের এই সময়োপযোগী ও পরিকল্পিত অভিযানও ২০২৬-এর জাতীয় নির্বাচন, নির্বাচন-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে শান্ত রাখতে সাহায্য করেছে। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাংলাদেশ পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান, কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ এবং সংঘবদ্ধ অপরাধ দমনেও সমানভাবে সক্রিয় রয়েছে।

ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় সমন্বিত ও প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা: বিগত কয়েক বছর ধরেই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা সমাবেশ ঘিরে সহিংসতার আশঙ্কা নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে পরিবর্তিত বাস্তবতায় বাংলাদেশ পুলিশ ২০২৫ সালের অত্যন্ত সতর্ক ও কৌশলী অবস্থান নেয়। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরিকল্পিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করায় দুর্গাপূজাসহ ধর্মীয় উৎসবগুলো অভূতপূর্ব নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়।

পরিশেষে, পুলিশের মূল শক্তি বন্দুকের নলে নয়; বরং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের কর্তৃত্বের ওপর জনমানসের বিশ্বাস ও আস্থাই তাদের প্রধান শক্তি। 'পুলিশ নিরপেক্ষভাবে আইনের পথে চলে'–সমাজে যতদিন এই বিশ্বাস থাকে, ততদিনই পুলিশ কার্যকর থাকে। তখন যৎসামান্য সদস্য নিয়েও শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশের নতুন গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা বাংলাদেশ পুলিশকে সেই দিশা দেখাচ্ছে। "আমার পুলিশ, আমার দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ"-এই স্লোগান ধারণ করে বাংলাদেশ পুলিশ দেশের মর্যাদা ও আইনের শাসনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাবে, পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬-এর এটিই হোক অঙ্গীকার।

بسم الله الرحمن الرحيم

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৭ বৈশাখ ১৪৩৩, ১০ মে ২০২৬

দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় পর একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনমনে শান্তি এবং স্বস্তি ফিরেছে। জনগণ এখন গুম, অপহরণ আর ভয়ের সংস্কৃতিমুক্ত একটি রাষ্ট্র এবং সমাজ দেখতে চায়, যেখানে জান মালের ভয় থাকবে না। অবিচার, অনাচার কিংবা নির্যাতন নিপীড়নের ভয় থাকবে না। এমন একটি প্রত্যাশিত পরিস্থিতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তথা পুলিশের ভূমিকাই সর্বাধিক। একটি রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধ ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ বাহিনীর বিকল্প নেই। তবে পুলিশ যদি জনগণের সঙ্গে আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তাহলে পুলিশের দায়িত্ব পালনের পথ অনেকটা সহজ এবং সুগম হয়ে যায়।

রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও জনগণের আস্থা রক্ষায় একটি পেশাদার ও দায়িত্বশীল পুলিশ বাহিনী অপরিহার্য। প্রতিবছর অনুষ্ঠিত পুলিশ সপ্তাহ হয়ে উঠুক নিজেদেরকে জনগণের বিশ্বস্ত হয়ে ওঠার অঙ্গীকার পূরণের একটি মুহূর্ত।

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক এবং বর্তমানে কর্মরত সকল কর্মকর্তা এবং সদস্যকে ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই।

বর্তমান সরকার একটি সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর ন্যায়ভিত্তিক গণতান্ত্রিক মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলছে। তবে ঘরে-বাইরে জনমনে নিরাপত্তা, স্বস্তি না থাকলে লক্ষ্য অর্জন দুরূহ হয়ে উঠবে। এজন্য পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নই এই মুহূর্তে আমাদের অগ্রাধিকার।

এই প্রেক্ষাপটে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রতিটি প্রয়োজনে ও সংকটে পুলিশ সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা প্রমাণ করেছে, একটি উপযোগী ও অনুকূল পরিবেশে তারা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সক্ষম। শুধু দেশেই নয়, বাংলাদেশ পুলিশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তাদের গৌরবোজ্জ্বল অবদান বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তবে পরিবর্তিত বৈশ্বিক বাস্তবতায় পুলিশের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য।

আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন, অপরাধ দমন এবং জাতীয় অগ্রগতির সঙ্গে পুলিশের উন্নয়ন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এ কারণে পুলিশের উন্নয়নে বিনিয়োগকে সরকার জননিরাপত্তার অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করা জরুরি। মব সহিংসতা, কিশোর গ্যাং এবং মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধে পুলিশকে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

তারেক রহমান

বাণী

সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ পুলিশের বাৎসরিক আয়োজন পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় পুলিশ সমাজের দর্পণ হিসেবে বিবেচিত। পেশাদার, দক্ষ ও জনবান্ধব পুলিশ বাহিনীর ওপর একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধ এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ পুলিশ যে নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব ও ত্যাগের পরিচয় দিয়ে আসছে, তা প্রশংসার দাবিদার। দেশের সার্বিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে একটি কার্যকর, আধুনিক ও জনবান্ধব পুলিশ বাহিনীর বিকল্প নেই।

পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ এবং সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশকে আরো দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও সক্ষম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ পুলিশের সংস্কারসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আমি আশা করি, আপনারা সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আরো নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন।

পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি পুলিশ সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার প্রত্যাশা।

আমি বাংলাদেশ পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করি এবং পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ এর সার্বিক সাফল্য প্রত্যাশা করি।

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী

বাণী

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
বাংলাদেশ

পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উদযাপনের এ আনন্দঘন মুহূর্তে বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন। এ শুভক্ষণে আমি দেশের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দকেও উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী সকল পুলিশ সদস্যকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি, তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। দেশ ও জনগণের সেবায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের প্রতিও জ্ঞাপন করছি অশেষ শ্রদ্ধা।

বাংলাদেশ পুলিশ অপরাধ দমন, জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, মাদক, সাইবার ক্রাইম, অর্থনৈতিক অপরাধসহ সকল ধরনের অপরাধ দমন এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা পুলিশের সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নানা ধরনের কার্যক্রম চালু করেছি, তন্মধ্যে অনলাইন জিডি অন্যতম। বাংলাদেশ পুলিশ পরিচালিত জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ ইতোমধ্যে জনগণের একান্ত আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের আরো বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের সেবাপ্রাপ্তি আরো সহজ করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ পুলিশের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে আমরা পুলিশের কার্যক্রমকে আরো জনবান্ধব, গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এবারের পুলিশ সপ্তাহের স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে ''আমার পুলিশ, আমার দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ''। আমরা জনগণের পুলিশ হিসেবে তাদের পাশে থেকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সেবা দিতে চাই। জনগণের আস্থা অর্জনে দেশের প্রতিটি জেলার সদর থানাকে জিরো কমপ্লেইন থানা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি আশা করি, এর ফলে জনগণের সাথে পুলিশের আস্থার সম্পর্ক আরো নিবিড় হবে। দেশের সম্মানিত নাগরিকগণও পুলিশের কাজে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন বলে আমার দৃঢ় প্রত্যাশা।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ এর সকল আয়োজনের সার্বিক সাফল্য ও সার্থকতা কামনা করছি।

মোঃ আলী হোসেন ফকির

INTELIS SOLUTION LTD.